সমকাল

তারিখ ... 06 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ২ ...

শিশুবান্ধব হোক শিক্ষার পরিবেশ

মোহাম্মদ শরীফ

এ কথা সর্বজনবিদিত- আজকের শিশুই আগামী দিনের কর্ণধার। তাই শিশুর মানস গঠন ও শিশুর শিক্ষা কেমন হবে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশুর মানস গঠন, মূলত পরিবার থেকেই শুরু হয়। তারপর বিদ্যালয়ে শুরু হয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পালা। শিশুর মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী শিশুশিক্ষা পরিচালিত হওয়া জরুরি। শিশুর ধারণক্ষমতা, রুচি, শারীরিক গঠন, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাই শিশুবান্ধব শিক্ষা বলে পরিগণিত। কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা জার্মান শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবলের কিন্ডারগার্টেনের মূল কথা হলো, শিশুর স্বাধীন সক্রিয়তা। তারা নাচবে-গাইবে এবং বিভিন্ন খেলনা নিয়ে খেলা করবে। তার মতে, শিশুরা বাগানের ছোট ছোট চারাগাছ। মালী যেমন বাগানের প্রত্যেক গাছের প্রতি যত্ন নেয়, তাদের জল দেয়, ঠিক তেমনি শিক্ষকরাও শিশুদের যথাযোগ্য যত্নের সঙ্গে তাদের জীবনবিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। মন্তেসরি পদ্ধতির প্রবক্তা হলেন ইতালির ড. মাদাম মারিয়া মন্তেসরি। মন্তেসরি পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যও হলো শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দান। তার মধ্যে যেসব অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা আছে, তাকে যদি বিধিনিষেধের অনুশাসনে চেপে রাখা হয়, তাহলে তার পরিপূর্ণ বিকাশ কোনোমতে সম্ভব নয়। শৃঙ্খলা আসবে স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে। নানা কারণে আমাদের দেশের শিশুশিক্ষা সমালোচিত হয়ে আসছে সুধীমহলে। পাঠ্যপুস্তকের বাহুল্যের জাঁতাকলে পিষ্ট আমাদের কোমলমতি শিশুরা। আনুষ্ঠানিক তথা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাহুল্য কেড়ে নিচ্ছে তাদের দুরন্ত ও মধুময় শৈশব। অভিভাবকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ভুল নীতি, অসম প্রত্যাশা, প্রাতিষ্ঠানিক কড়াকড়ি ও নিয়মের বেড়াজালে বন্দি শিশুরা আজ দিশেহারা। শিশুরা তাদের পরিবার ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে চেনার আগেই প্রেরিত হচ্ছে বিদ্যালয়ে। তারপর তার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে গাদা গাদা বই। অনেক অভিভাবক ধরেই নিচ্ছেন তাদের সন্তান শৈশবেই বিশেষজ্ঞ বনে যাচ্ছে! হয়তো তারা অনেকেই তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছেন। বাড়িতে-বিদ্যালয়ে পড়া, বাড়ির কাজ, শ্রেণীর কাজ, গৃহশিক্ষক, কোচিং- এ সবকিছু শিশুদের ব্যস্ত রেখেছে অবিরত।

মাঠে-ঘাটে, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ইচ্ছানুযায়ী খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাদের অনেকে। শহরকেন্দ্রিক শিশুদের ক্ষেত্রে এটি অধিক প্রযোজ্য। শহরের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে নেই খেলার মাঠ। অনেক ক্ষেত্রে খেলার মাঠ দূরে থাক, বিদ্যালয়ের শিশুরা যে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকবে, দৌড়ে বেড়াবে সে সুযোগটুকুও তাদের নেই। দাদা, নানাবাড়ি অথবা আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার জন্য এখন শিশুদের অপেক্ষা করতে হয় বার্ষিক অবকাশের জন্য। অনেক ক্ষেত্রে নিকটাত্মীয়ের অনুষ্ঠানাদিতেও শিশুদের উপস্থিত করাতে পারেন না অভিভাবকরা। আশার কথা হলো অনেক বিদ্যালয় নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী শিশুশিক্ষা উপযোগী ডিজিটাল সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে নিয়েছে। এখন শিশুশিক্ষার জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সমন্বয় করা জরুরি। আমাদের শিশুশিক্ষা উৎকর্ষমণ্ডিত, বিকশিত ও শিশুবান্ধব হোক। প্রশস্ত হোক আমাদের শিশুদের পথচলা।

□ শিক্ষক, ঢাকা
mshorif98@gmail.com